

**COORDINATING COMMITTEE OF FEDERATIONS/ASSOCIATIONS
IN THE DEPARTMENT OF REVENUE
WEST BENGAL, SIKKIM & ANDAMAN NICOBAR**

Coordinating Committee of Federations/Associations in the Department of Revenue (or 'CoC Revenue' in short), true to its name represents all major employees and officers organizations the revenue department of the Government of India.

The department worked on a single platform of Central Board of Revenue till 1963 when CBDT was formed to deal with functions relating to (i) direct taxes, and CBEC for (ii) all other taxes of the country. Though two separate Boards were formed under act, the tax policy (and the changes) of the country always keeps the fate of employees and officers working under these two boards together. This realization was translated into a viable movement for the first time in 1997 when the 5th Central Pay Commission effected discriminatory pay to the Gr. C and B executive officers of the revenue department vis-a-vis those in Ministry of Home. A substantive agitation was launched that culminated into nation-wide 3 days strike in December 1998. A High Power Committee was formed and their recommendations (mostly favourable) after a continued persuasion were accepted by the Government in April 2004. By this time almost all the organizations in the revenue department joined the CoC movements which helped in submitting common memorandum before the 6th Central Pay Commission in 2006-2007. In October 2007 a national convention of CoC in Revenue was held in Chennai and CoC took an active role for the revenue people in course of implementation of 6th CPC recommendations.

However, post 6th CPC or more precisely since 2010, due to preoccupation with the respective cadre restructuring exercises in CBEC and CBDT, CoC remained mostly inactive that affected the preparation and presentation of revenue organizations before the 7th CPC. It was only after publication of 7th CPC the need to regroup at national level was established and a meeting was held on 28th March 2016 to draft a common charter on 7th CPC.

Post-implementation of 7th CPC, the entire revenue department has been found to be deprived of their legitimate claims, which initiated drawing up a fresh charter of demands in the meeting held on 24/9/2016 held at Kolkata.

The demands proposed in the charter are :

- A. Settle the pay anomalies between the cadres of Revenue Department with the cadres of IB/ CBI/ Other Departments.**
- B. Minimum five upgradation in Promotional Hierarchy for each officer.**

- C. Filling up of vacant posts in all grades by way of conducting DPCs.
- D. An identical pay structure & promotional hierarchy of the administrative wing in CDBT & CBEC which should also be at par with Hdqrs. Organization i.e. Secretariat Office as mentioned in 7th CPC recommendations.
- E. To finalize/modify the Recruitment Rules as per suggestions of Recognized Federations/ Associations immediately.
- F. Restoration of sanctioned strength of drivers prior to cadre restructuring and more archase of Govt. Vehicles.
- G Filling of vacant posts by way of recruitment drive.

As decided in the meeting COC undergone intensive campaign programme throughout October' 16 and the following agitation programmes are also decided to pursue the demands :

1. Lunch Hour Demonstration in every office on 09/11/2016.
2. Black Badge wearing on 07/12/2016.
3. Day Long Dharna program at the places, locally decided on 05/01/2017.
4. Mass Casual Leave on the Budget Day.

Friends, we realize that not only a pay commission that takes away a large number of rights achieved by the central government employees over the last 70 years (through several measures including abolition of advances and allowances, suo-moto enhancing APAR grade for promotion to 'very good' or the proposed initiations under FR 56J), but also the proposed changes in the form of introduction of DTC and GST in our departments can heavily affect the position of revenue employees and officers, and that to stand firm we need to remain united.

The state CoC in West Bengal has always been instrumental in initiating and furthering the CoC movement, we know with the active participation of all our member organizations we will be able to lead the way at this crucial juncture also.

With regards,

Comradely Yours,

State Convenors; CoC-in Revenue
West Bengal, Sikkim & Andaman Nicobar

Kolata/ 14th October 2016

ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী ও আধিকারীক সংগঠনগুলির কো-অর্ডিনেটিং কমিটি - পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও আন্দামান নিকোবর

রাজস্ব বিভাগের কর্মী সংগঠন সমূহের কো-অর্ডিনেটিং কমিটি (সংক্ষেপে রাজস্ব বিভাগের সি.ও.সি.) আক্ষরিক অর্থেই রাজস্ব বিভাগের সমস্ত প্রধান আধিকারীক ও কর্মচারী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের অধীনে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় রাজস্ব পর্ষদ কার্যকরী ছিল। ওই বছর থেকেই দেশের সমস্ত প্রত্যক্ষ কর ও সমস্ত কেন্দ্রীয় অপ্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের জন্য যথাক্রমে সি.বি.ডি.টি ও সি.বি.ই.সি. গঠন করা হয়। যদিও আইন অনুসারে দুটি পৃথক পর্ষদ গঠন করা হয়, কিন্তু দেশের কর নীতি ও তৎসংক্রান্ত পরিবর্তনের জন্য এই দুই পর্ষদের কর্মচারী ও আধিকারীকদের ভাগ্য সর্বদাই একই সূত্রে বাঁধা থেকেছে। এই উপলক্ষি থেকেই ১৯৯৭ সালে প্রথম সার্থক আন্দোলন দানা বাঁধে যখন পঞ্চম বেতন কমিশন এই বিভাগের কর্মচারী ও আধিকারীকদের জন্য গৃহ মন্ত্রকের কর্মচারী ও আধিকারীকদের তুলনায় কম এবং বৈষম্যমূলক বেতনক্রমের সুপারিশ করে। যার ফলস্বরূপ এই দপ্তরে শুরু হয় জোরালো আন্দোলন, যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে টানা তিন দিনের ধর্মঘটের মাধ্যমে। এই আন্দোলনের ফলে ভারত সরকার এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে এবং ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে সরকার ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে এই কমিটির সুপারিশগুলি (অধিকাংশই ইতিবাচক) গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে রাজস্ব বিভাগের প্রায় সবকটি কর্মচারী ও আধিকারীকদের সংগঠন সি.ও.সি.র আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। যার পরিণতিতে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে একটি যৌথ দাবিসনদ পেশ করা হয়েছিল। ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে চেম্বাইতে সি.ও.সি. একটি জাতীয় কনভেনশনের আয়োজন করে। রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী ও আধিকারীকদের ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশগুলির সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে সি.ও.সি. একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

যাই হোক, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের উত্তর কাণে বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ২০১০ সাল থেকে সি.ও.সি. নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। যার প্রধান কারণ সি.বি.ডি.টি ও সি.বি.ই.সি.-এর ক্যাডার পুনর্গঠন নিয়ে সংগঠনগুলির ব্যস্ততা। যার ফলস্বরূপ রাজস্ব বিভাগের সমস্ত দাবি-দাওয়া যৌথভাবে সপ্তম বেতন কমিশনের কাছে পেশ করার সুযোগ হাতছাড়া হয়। কিন্তু সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পরেই জাতীয় স্তরে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী ও আধিকারীকদের সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। যৌথ দাবী সনদের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য ২৮শে মার্চ, ২০১৬ কলকাতায় একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হওয়ার পর এটা পরিষ্কার যে, রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী ও আধিকারীকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ অনুষ্ঠিত সি.ও.সি.র মিটিং-এ একটি নতুন দাবীসনদ চূড়ান্ত করা হয়।

সনদে প্রস্তাবিত দাবী সমূহ :

- ১) অবিলম্বে রাজস্ব বিভাগ এবং আই.বি./সি.বি.আই সহ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য বিভাগের সমতুল্য ক্যাডারগুলির মধ্যে বেতন বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে।

- ২) পদোন্নতির ক্রমানুসারে ন্যূনতম পাঁচটি পদোন্নতি সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- ৩) সি.বি.ডি.টি. ও সি.বি.ই.সি-র এই দুই সংগঠনেই একই বেতনক্রম ও পদোন্নতির ক্রম চালু করতে হবে, যা অবশ্যই বিভিন্ন মুখ্যালয় সংগঠনের (যেমন বিভিন্ন মন্ত্রক) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। (যার উল্লেখ সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ আছে)।
- ৪) পদোন্নতির জন্য নির্দিষ্ট শূন্যপদগুলিতে অবিলম্বে ডি.পি.সি. সংগঠিত করে নিয়োগ করতে হবে।
- ৫) স্বীকৃত কর্মচারী ও অধিকারীকদের সংগঠনগুলির সাথে আলোচনার মাধ্যমে অবিলম্বে সমস্ত নিয়োগ বিধি চূড়ান্ত, প্রয়োজনে পরিবর্তিত করতে হবে।
- ৬) ক্যাডার পুনর্গঠন – পূর্ব ড্রাইভার পদের স্বীকৃত পদসংখ্যাকে পুনরায় লাগু করতে হবে এবং সরকারের নিজস্ব গাড়ী অধিক পরিমাণে কিনতে হবে।
- ৭) বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে।

উপরোক্ত দাবীসমূহ আদায়ের জন্য অক্টোবর মাস জুড়ে দপ্তরগুলিতে প্রচার সংগঠিত করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে :-

- ক) ৯-১১-২০১৬ তারিখে রাজস্ব বিভাগের সমস্ত অফিসে মধ্যাহ্নকালীন বিরতিতে বিক্ষোভ সমাবেশ।
- খ) ৭-১২-২০১৬ তারিখে সারাদিন কালো ব্যাজ ধারণ।
- গ) ৫-০১-২০১৭ তারিখে সারাদিন ব্যাপী ধর্না (ধর্নাস্থল স্থানীয়ভাবে স্থির করা হবে)।
- ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশের দিন গণ-আকস্মিক ছুটি গ্রহণ।

বন্ধুগণ, বেতন কমিশন শুধুমাত্র যে বহুদিনের লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে, ৭০ বছরের বেশী সময় যাবৎ অর্জিত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অধিকারগুলি কেড়ে নিচ্ছে তাই নয় (অগ্রিম ও ভাতার অবলুপ্তি, একতরফাভাবে পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় আপার (APAR)-এ প্রাপ্ত গ্রেড 'ভালো' থেকে বাড়িয়ে 'খুব ভালো' করা, 56J-র অপব্যবহার), একই সঙ্গে ডি.টি.সি বা জি.এস.টি. লাগুর মাধ্যমে রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কর্মচারী ও অধিকারীকদের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতেই হবে।

সি.ও.সি.র পশ্চিমবঙ্গ শাখা চিরকালই কেন্দ্রীয় সি.ও.সি.র আন্দোলনের সূচনা ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। আমরা এও জানি যে, আপনাদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে এই সন্ধিক্ষণেও আমরা সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারবো।

ধন্যবাদান্তে

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ,

রাজ্য আহ্বায়ক, সি.ও.সি., রাজস্ব বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ, সিকম ও আন্দামান নিকোবর